অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার নাম: বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

১। ডিজিটাইজকৃত সেবার শিরোনাম: **শিক্ষাতথ্য অ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষাতথ্য সরবরাহ সেবার ডিজিটাইজেশন।**

২। কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি:

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) প্রতিবছর বার্ষিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ এর মাধ্যমে দেশের সকল পোস্ট-প্রাইমারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য সংরক্ষণ , প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ করে থাকে। এছাড়াও উক্ত জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যনবেইস বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা ও অংশীজনকে চাহিতব্য শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এক্ষেত্রে উক্ত দপ্তর, সংস্থা ও অংশীজন ব্যানবেইসে আবেদন/ যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। শিক্ষাতথ্য সরবরাহের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যানবেইস কর্তৃক প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৭-১০ টি দপ্তর/ সংস্থা/ অংশীজনদের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও টেলিফোনিক যোগাযোগের মাধ্যমেও অসংখ্য সেবা প্রত্যাশীগণকে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা তথ্যসেবাকে সকলের হাতের মুঠোয় পৌছে দেয়ার জন্য ব্যানবেইস একটি শিক্ষাতথ্য অ্যাপ প্রস্তুতের কাজ হাতে নিয়েছে। উক্ত অ্যাপের মাধ্যমে যেকোন ব্যক্তি বা সংস্থা যেকোন সময় পোস্ট-প্রাইমারি শিক্ষা সংক্রান্ত বেসিক তথ্যসমূহ সহজেই পেয়ে যাবে এবং ব্যবহার করতে পারবে। এতে করে সেবা প্রত্যাশীদের টিসিভি হ্রাস অর্থাৎ সেবা প্রাপ্তির সময়কাল, সাক্ষাতের সময় ও যাতায়াত ব্যয় হ্রাস করে মানসম্পন্ন সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভবপর হবে। শিক্ষাতথ্য সেবা প্রত্যাশীগণ Google Play Store থেকে বিনামূল্যে 'শিক্ষাতথ্য অ্যাপ' টি ডাউনলোড করে সহজেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

- বিদ্যমান সমস্যা/ চ্যালেঞ্জসমূহ:

  - তথ্য সংগ্রহে সশরীরে হাজির হওয়া,
  - তথ্য প্রদান প্রক্রিয়ায় একাধিক বিভাগের সংশ্লিষ্টতা,
  - তথ্য প্রদানে ম্যানুয়াল পদ্ধতির ব্যবহার,
  - নীতি নির্ধারণ, গবেষণা কার্য ও প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটে,
  - বিভিন্ন কর্মকর্তার নিকট যেতে হয়।

- অনুপ্রেরণার উৎস:

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো(ব্যানবেইস) দেশের সকল পোস্ট-প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্যসংগ্রহ, সংকলন ও প্রক্রিয়াকরণ করে প্রতিবছর Bangladesh Education Statistics শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। দ্রুত প্রসারমান শিক্ষাসেক্টরে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন। শিক্ষা পরিকল্পনাকারী, গবেষক ও শিক্ষাব্যবস্থাপকগণকে চাহিদা অনুযায়ী নির্ভুল তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা ব্যানবেইস এর পরিসংখ্যান বিভাগের মূল দায়িত্ব। অনেক সময় শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণের পক্ষে বিশাল ভলিউমের প্রতিবেদন/ ওয়েবসাইট সার্চ করে চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রাপ্তিতে বিলম্ব/ বাধাঁর সৃষ্টি হয়। তাই প্রতিনিয়তই তাঁরা শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে তথ্যের জন্য ব্যানবেইস এর শরাণাপন্ন হন এবং বিভিন্ন টেবিল ঘুরে চাহিত তথ্য প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে। এ সমস্যা নিরসনকল্পে ব্যানবেইস এর মহাপরিচালক পরিসংখ্যান বিভাগকে উদ্যোগী হতে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি পরিসংখ্যান বিভাগকে অভিনব এক চিন্তার খোরাক দেন। তিনি ধারনা দেন যে, বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে দেশের জনগণ মোবাইল অ্যাপস্ এর মাধ্যমে ঘরে বসে যাবতীয় সেবা পাচ্ছে তবে শিক্ষা পরিকল্পনাবিদগণ কেন তথ্যের জন্য বারবার ব্যানবেইস এ আসবেন। মূলত এ ধারনা থেকেই ব্যানবেইস শিক্ষাতথ্য অ্যাপ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এটি একটি অভিনব তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তির

কৌশল। এ অ্যাপস্ এর মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারগণ তারঁ হাতে থাকা মোবাইল থেকে বিভিন্ন তথ্য বের করে শিক্ষাসেক্টরের বিগত ১৫ বছরের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি বিশেষকরে শিক্ষাপরিকল্পনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো (প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান সংখ্যা,ভর্তির হার,ঝড়ে পরা শিক্ষার্থীর হার, রিপিটার এবংযাবতীয় সুযোগ/সুবিধার তথ্য) নিমিষেই পেয়ে যাবেন।

- কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল:

    - সফটওয়ার ফার্মের সাথে আলোচনা করে এর সম্ভাবতা যাচাই করা হয়।
    - শিক্ষা পরিকল্পনার সাথে যুক্ত তথ্য উপাত্তগুলো চিহ্নিত করা হয় ।
    - শিক্ষা তথ্য অ্যাপস তৈরীর বিষয়ে সফট্ওয়ার কোম্পানির সাথে আলোচনা করা হয়।
    - সেবাগ্রহীতার অ্যাপস্ ব্যবহার সহজীকরণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

- বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল:

    - বিভিন্ন উৎস থেকে বিশেষ করে টাইমসিরিজ ডেটা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ
    - তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিতকরণ
    - অর্থের যোগান

- টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ:

স্টেইকহোল্ডার এনালাইসিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান আরও সহজ ও সেবার মান উন্নয়ন ঘটিয়ে টেকসই করা হবে।

ওয়ার্কশপের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারগণের মতামত নিয়ে প্রতিবছর অ্যাপ আপডেট ও আকর্ষণীয় করা হবে।

৩।পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ করে এনেছে:

- কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলো

গবেষক, পরিকল্পনাবিদ ও সংবাদিক গত ১ মাসে ১০০ জন ব্যক্তি এসেছে যারা ব্যক্তিগত কিংবা মাঠ পর্যায়ে কাজ করে। কিন্তু সহজে প্রাপ্তির ফলে এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়বে এবং সর্বিক পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন সহজ হবে।

- সুদূরপ্রসারী কী কী অবদান রাখবে:

তথ্যের ব্যবহার ও তথ্য ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা নিশ্চিত হবে।

- পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে:

সূচক	পূর্ব	বর্তমান	পরিবর্তন
T	০৭ দিন	তাৎক্ষনিক	০৭ দিন সময় সাশ্রয়
C	২০০০ টাকা (যাতায়াত বাবদ)	০ (শূন্য) টাকা	২০০০ টাকা অর্থ সাশ্রয়
V	২ টি	-	কোন ভিজিট লাগবেনা

৫। শিক্ষা তথ্য অ্যাপ এর স্ক্রিনশট:

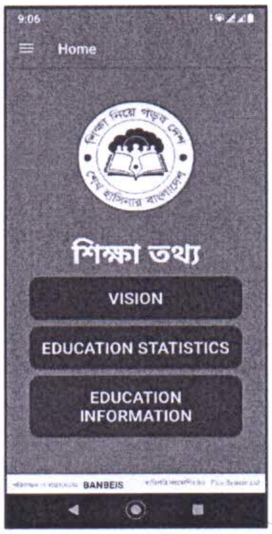

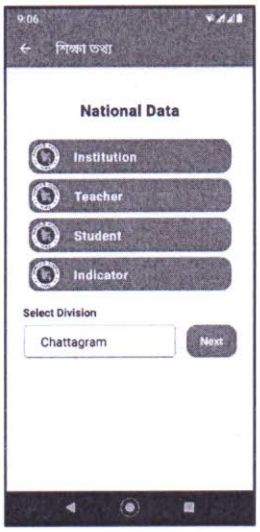

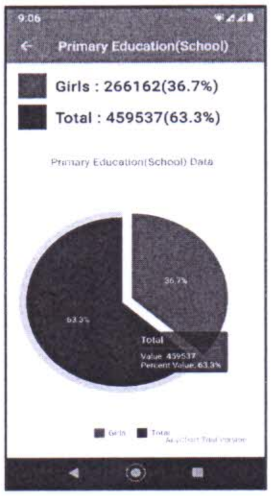

৬। বাস্তবায়নে পরিসংখ্যান বিভাগ, ব্যানবেইস।